শনিবার, ২৮ পৌষ, ১৪২৪
বর্ষ : ১৩, সংখ্যা : ১৮

অবশেষে বিমল গুরুংয়ের শুভ চিন্তার উদয়, এটাই কাঙ্খিত

দার্জিলিঙে ব্যাপক হাঙ্গামা, ক্ষয়ক্ষতি, ভাঙচুর, সরকারি সম্পত্তির ক্ষতি এবং এক পুলিশ অফিসারের মৃত্যুর ঘটনায় রাজ্যের মানুষ স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন ছিলেন। বলতে দ্বিধা নেই এসব কাণ্ডের জন্য মূলত দায়ী গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার হিংসাত্মক আন্দোলন। আর দার্জিলিংয়ে এসব ঘটনায় পুলিশের নেকনজরে পড়ার পর কার্যত অজ্ঞাতবাসে চলে যান মোর্চার শীর্ষ নেতা বিমল গুরুং। এখন তিনি রাজনৈতিক দিক থেকে একেবারে কোণঠাসা। তাই কোনও উপায় না দেখে এখন তিনি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার জন্য প্রস্তুত বলে প্রকাশ্যে জানিয়েছেন। বিলম্বে হলেও তার শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছে। তবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কী অবস্থান নেন, তার অপেক্ষায় দুই বঙ্গের মানুষ। মুখ্যমন্ত্রীর দৃঢ়তা, প্রশাসনের কঠোর পদক্ষেপ, দার্জিলিং জেলার মানুষের গুরুং বিরোধী মনোভাব ইত্যাদিতে বিমল গুরুং বুঝতে পেরেছেন যে, আলোচনা ছাড়া তার সামনে আর অন্য কোনও পথ খোলা নেই। সেই কারণেই দিল্লিতে এ ব্যাপারে মুখ খোলার সময়ে তিনি বলেছেন, আলোচনাতেই সমস্যার জট খুলবে। পাশাপাশি নিজেকে বাংলা বিরোধী নন বলেও দাবি করেছেন মোর্চা নেতা বিমল গুরুং। যাই হোক আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা মেটানোর প্রয়াসকে সব সময়েই স্বাগত জানানো দরকার।

এখন দেখা প্রয়োজন যে, বিমল গুরুং হঠাৎ কঠোর অবস্থান থেকে সরে এলেন কেন? প্রথমত তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে। ঝুলছে লুক আউট নোটিস। শরীরও ভাল নেই। বিনয় তামাংরা ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠছিল। এই অবস্থায় আত্মপ্রকাশ করা ছাড়া তার সামনে আর কোনও পথ খোলা নেই। আর সেজন্যই এবার গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে তিনি নীরব। ভাল কথা। দেখা যাক তিনি কী করেন।

অমৃত কথা

দক্ষিণেশ্বরে
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

চিন্তিত হইয়াছেন। ঠাকুর বলিতেছেন,– "ঐ গানটি হলে আমি থাক্‌বো;–**হরিহস মদিরা।**" নরেন্দ্র কক্ষান্তরে ছিলেন, তাঁকে ডাকান হইল। তিনি তাঁহার দেবদুর্লভ কণ্ঠে গান শুনাইতেছেন–

হরিরসমদিরা পিয়ে মম মানস মাতো রে।
(একবার) লুটায়ে অবনীতল হরি হরি বলি কাঁদো রে।
গভীর নিনাদে হরিনামে গগন চাও রে
নাচো হরি ব'লে, দু বাহু তুলে, হরিনাম বিলাও রে।
হরিপ্রেমানন্দরসে অনুদিত ভাসো রে,
গাও হরিনাম হও পূর্ণকাম, নীচ বাসনা নাশো রে!

শ্রীরামকৃষ্ণ--আর সেইটি? 'চিদানন্দসিন্ধু নীরে?' নরেন্দ্র গাইতেছেন--

(১) -- চিদানন্দসিন্ধু নীরে প্রেমানন্দের লহরী,
মহাভাব রসলীলা কি মাধুরী–মরি মরি।
মহাযোগে সব এককার হইল,
দেশকাল ব্যবধান সব ঘুচিল রে,
এখন আনন্দে মাতিয়া, দু বাহু তুলিয়া বল রে মন হরি হরি।

এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুরের চক্ষু জলে ভরিয়া গেল।

আবার ভাবাবিষ্ট।--ভাবে ডাক্তারকে বলিতেছেন, "**তুমি খুব শুদ্ধ! তা না হলে পা রাখতে পারি না!**" আবার বলিতেছেন, "**শান্ত ওহি হ্যায় যো রামরস চাখে।**"

"বিষয় কি?--ওতে আছে কি?–টাকা কড়ি, মান, শরীরের সুখ–ওতে অছে কি? **রামকো যো চিনা নাই দিল্‌ চিনা হ্যায় সো কেয়া রে।**"

এত অসুখের উপর ঠাকুরের ভাববেশ হইতেছে দেখিয়া ভক্তেরা

দিনপঞ্জিকা

২৮ পৌষ, ভাঃ ২৩ পৌষ, **১৩ জানুয়ারী**, ২৮ পুহ, সংবৎ ১২ মাঘ বদি, ২৫ রবিঃ সানি। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।২৫, সূর্য্যাস্তি ঘ ৫।৭। **শনিবার**, দ্বাদশী রাত্রি ঘ ১।৬ মিঃ। অনুরাধানক্ষত্র দিবা ঘ ১২।১১ মিঃ। গণ্ডযোগ দিবা ঘ ৮।৩২ মিঃ। কৌলবকরণ, দিবা ঘ ১২।৫ গতে তৈতিলকরণ, রাত্রি ঘ ১।৬ গতে গড়বকরণ। **জন্মে**–বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শনির দশা, দিবা ঘ ১২।১১ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা, **মৃতে**– দ্বিপাদদোষ, রাত্রি ঘ ১।৬ গতে একপাদ দোষ। **কালবেলাদি** ঘ ৭।৪৬ মধ্যে ও ১।৬ গতে ২।২৬ মধ্যে ও ৩।৪৭ গতে ৫।৭ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ৬।৪৭ মধ্যে ও ৪।৪৬ গতে ৬।২৬ মধ্যে। **যাত্রা**- নাই, দিবা ঘ ৭।৪৬ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে নিষেধ, রাত্রি ঘ ৯।৩০ গতে নৈঋর্তে অগ্নিকোণেও নিষেধ, রাত্রি ঘ ১।৬ গতে মাত্র পূর্বে নিষেধ, শেষরাত্রি ঘ ৪।৪৬ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। **শুভকর্ম্ম**- দিবা ঘ ৭।৪৬ গতে ১২।১১ মধ্যে বিপণ্যারম্ভ। **বিবিধ**– দ্বাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। পূর্ব্বাহ্ন ঘ ৯।৫৯ মধ্যে একাদশীর পারন। **নিম্বার্কসম্প্রদায় মতে একাদশীর উপবাস। গোস্বামীমতে পক্ষবর্দ্ধিনী মহাদ্বাদশী ব্রতের উপবাস। জামশেদপুর কালীবাড়ি আশ্রমের সাধকপ্রবর শ্রীমদ্‌ যুগবশিষ্ঠদেবের শুভ আবির্ভাব দিবস** উপলক্ষ্যে কালীবাড়ি আশ্রমে সমবেত শিষ্য ভক্তমণ্ডলীর সামূহিক জপ ও গণনারায়ণের সেবামূলক অন্নদান, বস্ত্রদান ও কম্বল দান। **অমৃতযোগ**–দিবা ঘ ৭।৬ মধ্যে ও ৭।৫১ গতে ৯।৪৩ মধ্যে ও ১২।৭ গতে ২।৫৯ মধ্যে ও ৩।৪০ গতে ৫।৭ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ১।৬ গতে ২।৫৪ মধ্যে। **মহেন্দ্রযোগ**–রাত্রি ঘ ২।৫৪ গতে ৩।৪৮ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

২৮ পৌষ, ভাঃ ২৩ পৌষ, ১৩ জানুয়ারী, ২৮ পুহ, ২৫ রবিঃ সানি, উঃ ৬।২৫, অঃ ৫।৭। শনিবার, দ্বাদশী রাঃ ঘঃ ১।৬।
২৮ পৌষ পীর হজরত ইলিয়াছ (রহঃ)-এর পর্দা।

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে, সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

ক্রেতা অধিকার ও সচেতনতা : নীতি ও আইনকানুন

অবিনাশ কে. শ্রীবাস্তব
শেষ পর্ব

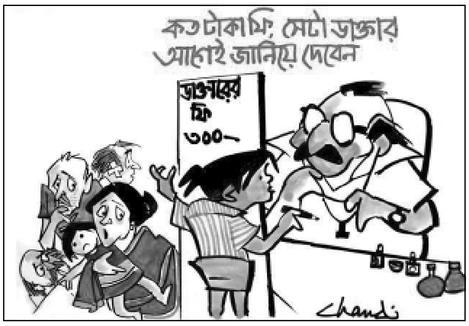
কত টাকা ফি, সেটা ডাক্তার আগেই জানিয়ে দেবেন
ডাক্তারের ফি ৩০০-
Chandi

রাজ্য উপভোক্তা হেল্পলাইন : রাজ্য উপভোক্তা হেল্পলাইন চালু করে সংশ্লিষ্ট রাজ্য (প্রাদেশিক) সরকারগুলি। উদ্দেশ্য, রাজ্যস্তরে বিকল্প উপভোক্তা বিরোধ নিরসন ব্যবস্থাপত্র ব্যবহারে উৎসাহিত করা এবং আপোষ মীমাংসার মাধ্যমে কেসগুলির সমাধানে সচেষ্ট হওয়া।

স্মার্ট উপভোক্তা অ্যাপ : সরকার "Smart Consumer" নামে একটি মোবাইল অ্যাপ চালু করেছে। এই অ্যাপের সাহায্যে উপভোক্তারা পণ্যের মোড়কের উপর মুদ্রিত বার কোড স্ক্যান করে সংশ্লিষ্ট পণ্য সংক্রান্ত যাবতীয় বিশদ তথ্য পেতে পারেন। যেমন, পণ্যটির নাম, উৎপাদকের সম্পর্কে বিশদ তথ্য, কোন বছরের কোন মাসে পণ্যটি প্রস্তুত হয়েছে, মোট ওজন, কনজিউমার কেয়ার সংক্রান্ত বিশদ তথ্য এবং কোনও খুঁত বের হলে কীভাবে অভিযোগ দায়ের করা যাবে ইত্যাদি।

GAMA : এটি হল মানুষকে বিপথে চালিত করা বিজ্ঞাপনের সমস্যার সমাধানকল্পে গৃহীত একটি উদ্যোগ। সরকারের তরফে এজন্য অনলাইন অভিযোগ নিবন্ধীভুক্ত করার একটি পোর্টাল চালু করা হয়েছে। এরই পুরো নাম হল, "Grievances Against Misleading Advertisements"। কোনও উপভোক্তা এধরনের বিজ্ঞাপনের একটি কপি, ভিডিও, অডিও ক্লিপিং-সহ ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে তার অভিযোগটি নিবন্ধিত করতে পারবেন।

অনলাইন বিরোধ নিষ্পত্তি : ভারত সরকারের উপভোক্তা বিষয়ক মন্ত্রকের পৃষ্ঠপোষকতায় বেঙ্গালুরুস্থিত National Law School of India University -তে অনলাইন উপভোক্তার অভিযোগের আপোষ মীমাংসা কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে। উদ্দেশ্য, উপভোক্তা বিরোধ নিরসনের জন্য একটি পরিকাঠামো গড়ে তোলা, যার মাধ্যমে প্রথাগত ভৌত উপায়ে এবং একই সঙ্গে এই মঞ্চের মাধ্যমেই অনলাইন আপোষ মীমাংসার সংস্থান করা যায়। কেন্দ্রটি উপভোক্তা এবং সংস্থাগুলির জন্য বিরোধ সমাধানে উদ্ভাবনামূলক প্রযুক্তি সরবরাহের ব্যবস্থা করবে, তথা উপভোক্তা বিরোধের সমাধানকল্পে অনলাইন আপোষ মীমাংসাকে প্রথম পছন্দ হিসাবে বেছে নিতে উৎসাহিত করবে। এটি এমন এক উদ্ভাবনামূলক হাতিয়ার, যা কি না একদিকে উপভোক্তাদের সাধ্যের মধ্যে দ্রুত ও সহজ আপোষ মীমাংসা ব্যবস্থাপত্রের মাধ্যমে ন্যায়বিচার পেতে সাহায্য করবে, অন্যদিকে একই সময় ব্যবসাদারদের কাছে উপভোক্তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে সুযোগ করে দেবে।

অনলাইন উপভোক্তা গোষ্ঠী : স্থানীয় মহল, একটি সোশ্যাল মিডিয়া মঞ্চ, এই দুয়ের সঙ্গে জোট বেঁধে সরকার নাগরিকদের জন্য 'Online Consumer Communities' নামে একটি প্ল্যাটফর্ম চালু করেছে। উদ্দেশ্য, প্রশাসন ও দৈনন্দিন জীবনের ইস্যুগুলি নিয়ে আলোচনা ও সরব হওয়া। এভাবে একজন নাগরিকদের সাথে তার সরকার, শহর, নিজের শিকড়, স্বার্থ, চাহিদা, পাড়া-প্রতিবেশী এবং সে নিজে যেসব অন্যান্য গোষ্ঠীর অংশ, এমন সবার সাথেই তার নিবিড় যোগসূত্র গড়ে উঠবে।

ইন্টারনেট সুরক্ষা বিষয়ে প্রচারাভিযান : বিশ্বের সর্ব্বোচ্চ সংখ্যক ইন্টারনেট ব্যবহারকারী মানুষের বাস, এমন দেশগুলির অন্যতম হল ভারত। সব ক্ষেত্রজুড়েই দ্রুত হারে ডিজিটাইজেশনের বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। প্রতিদিনের বহু কাজকর্ম সারতে উপভোক্তারা অনেকেই অনলাইনের সাহায্য নেন। এই প্রেক্ষিতে ইন্টারনেট সুরক্ষার বার্তাটা এদের মধ্যে চারিয়ে দেওয়াটা নিতান্ত জরুরি। সরকার তার একটি জুড়িদার কোম্পানির সাথে একত্রে 'Digital Literacy, Safety & Security' নামে একটি সারাবছরব্যাপী প্রচারাভিযান কর্মশালার আয়োজন করছে। উদ্দেশ্য ইন্টারনেট ব্যবহাকারীদের এর চ্যালেঞ্জের দিকগুলো এবং ইন্টারনেট সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বিষয়ে শিক্ষিত করে তোলা।

ভারতে উপভোক্তাদের স্বার্থ সুরক্ষায় তাদের বিভিন্ন ধরনের শোষণের হাত থেকে নিস্তার দিতে পরস্পর সম্পর্কিত বহু আইনকানুন, বিধি ইত্যাতি বলবৎ আছ। যেমন, ভারতীয় দণ্ড সংহিতা (Indian Penal Code, 1860); ভারতীয় চুক্তি আইন (India Contract Act, 1872); ওষুধ মাদক নিয়ন্ত্রণ আইন (Drugs Control Act, 1950); শিল্পক্ষেত্র (বিকাশ ও নিয়ামক) আইন ; (Industries Development and Regulation Act, 1951), ভারতীয় মানক সংস্থা (শংসায়ন চিহ্ন) (Indian Standards Institution Certification Marks Act, 1952); ওষুধ ও ইন্দ্রজাল নিয়ামক (আপত্তিজনক বিজ্ঞাপন) আইন বা Drug and Magic Remedies (Objectional Advertisement Acts, 1954); খাদ্য মানক এবং নিরাপত্তা আইন বা Food Standards and Safety Act, Essential Commodities Act, 1955; বাণিজ্য ও পণ্য চিহ্ন আইন বা ; সিগারেট (উৎপান, সরবারহ এবং বন্টন নিয়ন্ত্রণ) আইন বা Trade and Merchandise Marks Act, 1958 ; Hire Purchase Act, 1972; কালোবাজারি প্রতিরোধ এবং অত্যাবশ্যকীয় পণ্য সরবরাহ রক্ষণ আইন বা Prevention of Black-marketing and Maintenance of Supplies of Essential Commotities Act, 1980; অত্যাবশ্যকীয় পণ্য (বিশেষ সংস্থান) আইন বা Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981; Legal Metrology Act, 2009, এবং Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985। এছাড়াও দেশে স্বাধীনতার আগে লাগু করা হয়েছিল এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ আইন আজও সমান প্রাসঙ্গিকতার সঙ্গে উপভোক্তার স্বার্থরক্ষাকে সুনিশ্চিত করছে। এর মধ্যে পড়ছে, পণ্যসামগ্রী বিক্রয় আইন বা Sale of Goods Act, 1930 ; কৃষিজ পণ্য (শ্রেণিবিন্যাস এবং বিপণন) আইন বা এবং Agriculture Produce (Grading and Marketing) Act, 1837 ওষুধ ও প্রসাধনী আইন বা Drugs and cosmetics Act, 1940।

গুণমান রক্ষার জন্য অতি জরুরি দিকটি হল মানক, আর সেটাই ক্রেতা সুরক্ষার ক্ষেত্রে মূল চাবিকাঠির ভূমিকা নেয়। আর সেজন্যই সরকার এ জাতীয় উচ্চমানের বিস্তৃত পরিকাঠামো গড়ে তুলেছে। যার মধ্যে রয়েছে মানকীকরণ, মানক বিকাশের প্রসার, মানক সংক্রান্ত তথ্য, Metroloty, গুণমান নিশ্চয়তা, ঐতিহ্যগত দিক যাচাই , পণ্যসামগ্রীকে শংসাপত্র প্রদান, নিয়ামক ও বলবৎকরণ এবং অনুমোদন, সুপ্রশাসনের সংস্কৃতিকে আরও ছড়িয়ে দিতে পূর্বশর্ত হল ক্রেতা সুরক্ষা আইনের সুষ্ঠু, কার্যকর এবং সততার সাথে রূপায়ণ। আর তার দৌলতেই উপভোক্তাদের অধিকারের সুরক্ষা ও সুষ্ঠু প্রসার সুনিশ্চিত হয়। পণ্য ও পরিষেবার গুণমানের নিরিখে যদি উপভোক্তাদের অধিকার সঠিকভাবে সুনিশ্চিত করা যায়, ও সে বিষয়ে যত্নবান হওয়া যায় তবে অভিযোগের সূত্রপাত হয় না। সেই পরিস্থিতিতে অবশ্যই এমন এক বাতাবরণ তৈরি হবে, যাতে করে ক্লায়েন্ট, উপভোক্তা এবং গ্রাহক সন্তুষ্টিবোধ করবে, যে জিনিসটা এদের সব থেকে বড়ো চাহিদা।

ক্রেতা সুরক্ষার সাথে আবার প্রতিযোগিতা নীতির যোগসূত্র রয়েছে, কারণ শেষমেশ এদুয়ের কল্যাণেই উপভোক্তারই মঙ্গল সাধন হয়। উপভোক্তা এবং উৎপাদকের মধ্যে এক অসম সম্পর্কের স্বীকৃতিই ক্রেতা সুরক্ষা এবং প্রতিযোগিতা নীতি উভয়েরই গোড়ার কথা। পণ্য ও পরিষেবা উভয় বিষয়েই ন্যূনতম কিছু নির্দিষ্ট গুণগত মাপকাঠি স্থির এবং সুরক্ষার মানদণ্ড বেঁধে দিয়ে তথা ভুক্তভোগী উপভোক্তার অভিযোগে নিরসনের ব্যবস্থা করে ক্রেতা সুরক্ষার বন্দোবস্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। অন্যদিকে প্রতিযোগিতা নীতি এই সুনিশ্চয়তা দেয় যে, বাজারে বিপুল সংখ্যক উৎপাদনের অস্তিত্বের দরুন কোনও একজন নির্দিষ্ট উৎপাদকের পক্ষে একচেটিয়া কারবার করে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। সুপ্রশাসনের বিষয়টি সরাসরি জড়িত ক্রেতা সুরক্ষা আইন ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে। সুপ্রশাসনের ক্ষেত্রে জোরটা মূলত দেওয়া হয় কর্মকুশলতা, কার্যকারিতা, নৈতিকতা, সাম্য, অর্থনীতি, স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা, ক্ষমতায়ন, যৌক্তিকতা, নিরপেক্ষতা এবং অংশগ্রণের উপর নজর দিয়ে। সুপ্রশাসনের এই শর্তগুলি আবার ক্রেতা সুরক্ষা আইন ও নীতি সমূহের বিভিন্ন দিকের সঙ্গেও জড়িত। কাজে কাজেই, উপভোক্তাদের অধিকারের সুরক্ষার সঙ্গে জড়িত আইনসমূহের যথাযথ ও কার্যকর রূপায়ণ সুপ্রশাসনের পালেই হাওয়া জোগায়।

ক্রেতা সুরক্ষা আন্দোলনকে কার্যকর ও অর্থবহ করে তুলতে সরকার, বাণিজ্য জগৎ, নাগরিক সমাজ সংস্থা, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান-সহ সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির সক্রিয় সহযোগিতা জরুরি। সর্বোপরি ক্রেতা আন্দোলন উদ্দেশ্যসাধক হয়ে ওঠার পূর্বশর্ত হল প্রত্যেক ব্যক্তিবিশেষের সমর্থন জোগাড় করা। ভারত সরকারের ক্রেতা বিষয়ক দপ্তরের মাধ্যমে যেসব নীতি, প্রকল্প এবং কর্মসূচিগুলি পরিচালিত হয়, সেগুলি যে যথেষ্ট সুফলদায়ী, তা নিয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। কিন্তু, শেষমেশ এগুলির কার্যকারিতা নির্ভর করছে প্রতিষ্ঠানগুলি ও আমজনতার উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় এসবে যুক্ত হওয়ার উপর। সুতরাং সময়ের দাবি হল, উপভোক্তার স্বার্থে চূড়ান্ত দায়বদ্ধতা সহকারে কাজ করা এবং উপভোক্তার চাহিদার প্রতি সামাজিক সাড়া এবং সে কাজেও এমন তালমিল রক্ষা করে করতে হবে যেন আমাদের এই সমাজ সকলের বাসযোগ্য এক সেরা ঠাঁই হয়ে ওঠে।

অপ্রাপ্তবয়স্ক বিবাহ ঃ যখন যার যা করণীয়

আশিসবরণ সামন্ত

সামাজিক প্রয়োজনে অনেককে অনেক কাজই করতে হয়। কোনওটা সরকারি নিয়মনীতির বাঁধনে, কোনওটা আবার মানবিক কারণে। তবে, যার যা কাজ তার তা' করা জরুরি এবং যখন যা করা দরকার তখনই তা করতে হয়। হাজার সামাজিক সমস্যায় জনজীবন জর্জরিত। আমাদের দেশের তথা রাজ্যের বহু মনীষী সারাজীবন ধরে একক প্রচেষ্টায়, কখনো বা কিছুটা সামাজিক সহায়তায় অনেক কাজই নিঃস্বার্থভাবে করে গেছেন। শুধু তাই নয়, মানুষের প্রয়োজনে নিজেরা কোনরকম আত্মসুখের সুযোগ গ্রহণ না করেই নিজেদের জীবন সমাজের স্বার্থে উৎসর্গ করে গেছেন। তাঁদের সেই দেখানো পথে এখনও উপযুক্ত সংখ্যক কর্মীর অভাব পরিলক্ষিত হওয়ায় সফলতার লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানো সম্ভব হয়নি।

এই মুহূর্তে হাজার সামাজিক সমস্যার মধ্যে 'অপ্রাপ্ত বয়স্ক বিবাহ' একটা বড়ো সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজ যে নিষ্পাপ কিশোরীটি বন্ধুদের সঙ্গে শ্রেণিকক্ষে পাশাপাশি বসে পাঠ-গ্রহণ করে আগামীদিনের পাঠ বুঝে নিচ্ছে এবং হাসিমুখে বাড়ি ফিরছে, বাড়ি ফিরেই হয়তো বা তাকে শুনতে হবে আর লেখাপড়া নয়, স্কুল যাওয়া বন্ধ। আগামী মাসেই তার বিয়ে। পাত্র দেখে ফাইনাল করা হয়ে গেছে। কিশোরীটি পড়তে চায়। তার দুচোখে আছে মানুষ হওয়ার স্বপ্ন। অথচ, সামনে জমাট বাঁধা অন্ধকার! কখনো কেউ কেউ প্রতিবাদী হয়, কখনও বা কেউ কেউ বিনা বাক্যব্যয়ে মা-বাবার সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য হয়। কখনো কখনো খবরটা শেষ মুহূর্তে প্রশাসনের কানে এসে পৌঁছালে তাঁরা এসে আইনি হস্তক্ষেপে বিয়ের পিঁড়ি থেকে পাত্রীকে তুলে এনে বাঁচিয়ে দিয়ে নিজেদের দায় সারে। নিজেদের প্রশাসনিক ক্ষমতা জাহির করে। ততক্ষণে সেই গরিব পরিবারটিতে বিয়ের জন্য যা কিছু খরচ করার সবটাই খরচ হয়ে গেছে। অথচ, তাঁদের অর্থাৎ প্রশাসনের অনেক কিছুই করার সুযোগ ছিল, করেনি। এই এত বড়ো অন্যায়ের, বে-আইনি কাজের খবর এত দেরিতে প্রশাসনিক দপ্তরে পৌঁছালো কেন? সরকারি গোয়েন্দা বিভাগ কী করছে!

বাল্যবিবাহ যে পরিবারগুলিতে ঘটছে, সমীক্ষায় দেখা গেছে চরম দারিদ্র্য, পরিবার পরিকল্পনাহীনভাবে চলায় একই পরিবারে অসংখ্য শিশুকন্যার জন্ম এবং অশিক্ষার অন্ধকার তাদের গ্রাস করে রাখায় মা-বাবারা নিজেদের কন্যাদায়মুক্ত করতে স্বল্প বয়সে কিশোরী কন্যার বিয়ে দিয়ে দায়মুক্ত হতে চান। ফল কী হবে তা ভেবে দেখার মতো সুযোগ তাঁদের থাকে না।

দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা এই সামাজিক ব্যাধি দূর করার কাজে আর দেরি নয়। এখনই যার যা ক্ষমতা, তা প্রয়োগ করে যখন যা করা প্রয়োজন তা করতে হবে। সবার আগে প্রয়োজন গণসচেতনতা বৃদ্ধি করা। এজন্য অনেক পথ খোলা আছে। তবে, প্রশাসনিক স্তরে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ প্রয়োজন। প্রশাসনিক পর্যায়ের সর্বনিম্নস্তর হল গ্রামের ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েত এবং শহরের ক্ষেত্রে পৌরসভা ভিত্তিক এক একটি ওয়ার্ড। এক্ষেত্রে সবার আগে প্রয়োজন, শহরে ওয়ার্ড ভিত্তিক এবং গ্রামে গ্রাম পঞ্চায়েত ভিত্তিক অলোচনা সভা আহ্বান, বাড়িতে বাড়িতে প্রচার পুস্তিকা প্রদান প্রভৃতির মাধ্যমে গণসচেতনতার উন্মেষ ঘটানো। বারবার তুলে ধরতে হবে ১৮ বছর বয়সের নীচে মেয়েদের এবং ২১ বছর বয়সের নীচে ছেলেদের বিয়ে দেওয়া শাস্তিযোগ্য অপরাধ। মহকুমা প্রশাসন বা ব্লক প্রশাসন থেকে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা বিশেষ প্রয়োজন। শুধু তাই নয়, কোনও বিবাহ চূড়ান্ত করার আগে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড-এর কাউন্সিলার বা গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের কাছে বয়সের প্রামান্য তথ্য দিয়ে অনুমোদন নিলে তবেই তা চূড়ান্ত করা যাবে। এছাড়াও থাকবে বাধ্যতামূলকভাবে রেজিস্ট্রিকরণ।

প্রশাসন ছাড়াও সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা ভেবে শিক্ষক সমাজেরও কিছু করার আছে। যে কিশোরীটির বিয়ে হতে চলেছে সে খবর যেন ছাত্র-ছাত্রীদের মাধ্যমে শিক্ষক-শিক্ষিকার কাছে চলে আসে তার মতো পরিবেশ তৈরি করে রাখতে হবে। এ বিষয়ে একটু উদ্যোগ গ্রহণ করলেই ছাত্র-ছাত্রীরা তখন নির্ভীক সৈন্যের মতো কাজ করবে। দেখা যাবে ওই কিশোরীটিই একদিন তাদের বিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিল কিংবা এখনও আছে। কোনও না কোনও বন্ধুর নজরে বিষয়টি আসবেই আসবে। তখনই শিক্ষক-শিক্ষিকারা সেই অভিভাবকের সঙ্গে যোগাযোগ করে তা বন্ধ করার ব্যবস্থা করবেন এবং উপযুক্ত যুক্তি দেখাবেন। অনেক সময় উৎসাহ পেলে ছাত্র-ছাত্রীরাই তাদের ওই বন্ধুটির বাড়ি গিয়ে মা-বাবাকে বুঝিয়ে তাদের বন্ধুকে ফিরিয়ে নিয়ে উপযুক্ত বন্ধুর কাজ করবে। এছাড়াও স্থানীয় ক্লাবগুলিরও বিশেষ ভূমিকা থাকবে। তারা বাবা-মাকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার না করে কিশোরীটিকে বাল্যবিবাহ থেকে বাঁচিয়ে প্রকৃত সামাজিক কর্তব্যবোধের নজির গড়বে।

তাই, প্রশাসনের বর্তমানে বিয়ের পিঁড়ি থেকে পাত্রী রক্ষা করা পর্যন্ত অপেক্ষা না করে যাতে জোর করে কোনও অপ্রাপ্ত বয়স্ককে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে না হয় সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করাই শ্রেয়। আইনসিদ্ধ এবং বাস্তবে তা করাটাও মোটেই কঠিন কাজ নয়।

সম্পাদক সমীপেষু

সৎ ভাবনাটাকে তুলে ধরুন

সৎ ভাবনাটাকে তুলে ধরুন সমাজের কাছে, একটা সৎভাবনা মানুষের মনটাকে জয় করে নিতে পারে খুব সহজেই। তাই সৎ ভাবনাটাকে প্রচারে আনা খুব জরুরী। এমন এক সৎ ভাবনার পরিচয় রাখল মিলন মন্দির দুর্গোৎসব কমিটি। এবছর তারা ৫২ তম বর্ষে পড়ে গেল। তাদের কাছে মা আসছেন ৫২ বছর ধরে। এই দুর্গাপ্রতিমা দর্শন করতে যখন পঞ্চমীর রাতে গেলাম, তখন মায়ের দর্শনের পর দেখলাম মন্ডপের আসে-পাশে ছোট ছোট সাইন বোর্ডে লেখা রয়েছে, গাছ লাগান পরিবেশ বাঁচান, সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলে পরিবেশটাকে আবর্জনা পূর্ণ করে তুলবেন না, সামনে মন্ডপ গাড়ি আসতে চালান, মানুষের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করুন, বই পড়ুন ও পড়ান, বস্ত্রদান করুন, মানুষকে ভালোবাসার হাতটা বাড়িয়ে দিন, বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও, ইত্যাদি শ্লোগানে ভরে দিয়েছে। এও লিখেছে যে, মায়ের প্রসাদ প্রতিটি মানুষকে সমানভাবে বিতরণ করুন। এখানে মিলন মন্দির দুর্গোৎসব কমিটি একটা সৎ মনের পরিচয় রেখে গেছে। এমন কিছু কথা রয়েছে সংসারে যা সবার কাছে তুলে ধরতে হয়। সবার কাছে গিয়ে বোঝাতে হয়। যা শুনে ভালো লাগে। যা শোনার পর মনটা ভরে ওঠে আনন্দেতে। আমরা শিখতে চাই। তবে শেখাবার জন্য কেউ তেমন ভাবে আগ্রহ দেখায় না। মায়ের দর্শনটা তখনই সার্থক হয়, যখন পরিবেশটা সুন্দর ময় হয়ে উঠে। অবিনাশ ব্যানার্জী লেন হাওড়া-৪ এ এসে দেখলাম, এখানে একটা পরিবেশ রচনা করেছে মিলন মন্দির দুর্গোৎসব কমিটি। এখানে তারা সৎভাবনাটাকে সবার কাছে তুলে ধরতে পেরেছেন। এমন ভাবে প্রত্যেককেই এই সৎ ভাবনাটাকে নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। একটা ভাবনা একদিন সফল হয়ে ফুঁটে উঠতেই দেখা যাবে কি অপূর্ব শোভা ফিরে এসেছে সেই অঞ্চলে। আমরা সেদিন অতি সহজে বলতে পারবো, আজকে মোদের বড়ই সুখের দিন।

প্রবীর মিত্র
হাওড়া-৪

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য 'আর্থিক লিপি' কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।............সম্পাদকীয় দফতর।

লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

পাঠকের দরবারে

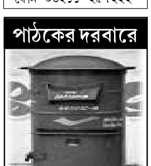

চিঠি পাঠান
লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

মতামতের জন্য
সম্পাদক দায়ী নয়